সুন্দরবনে মিঠে জল

প্রণবেশ সান্যাল

তখন আশির দশক। সেবার প্রয়াত শিবরামকৃষ্ণন্ সাহেব পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক হেলথ্ বিভাগের প্রধান সচিব হিসাবে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে ট্যুরে এসেছেন। আমার ওপর ভার পড়ল আমাদের মিঠে জলের সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করতে। স্থানীয় পাবলিক হেলথ্ বিভাগের এক্সিকিউটিভ এনজিনিয়ারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উনি খুব গপ্পুরে মানুষ। উনি মজার একটা গল্প বললেন। 'এক ছিল লম্পট জমিদার আর একটা অতি ধার্মিক বিধবা বুড়ি। দুজনে একই সময়ে মারা গেলেন। এবার যমরাজা এলেন তাদের নিয়ে যেতে। দুজনকে নিয়ে যখন আকাশ পথে যাচ্ছেন সুন্দরবনের উপর দিয়ে তখন সেই মহা লম্পট জমিদার নীচে সুন্দরবনের মানুষের অসীম জলকষ্ট দেখে ভাবলেন আমি যদি আগে জানতান তাহলে ঠিক এদের কষ্ট দূর করতাম। এরপর যমরাজ্যে এসে দুটো দরজা সামনে দেখা গেল। একটা স্বর্গের আর একটা নরকের দরজা। দেখা গেল বুড়িটাকে নরকের আর জমিদারকে স্বর্গের রাস্তায় নিয়ে গেল। বুড়িটা যমরাজকে শুধোলেন যে, আমি যারা জীবন ধার্মিকভাবে কাটালাম আর আমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছেন, অথচ ওই মহালম্পট জমিদারকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে। যমরাজ বল্লেন জমিদার যে সুন্দরবনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় সেখানকার মানুষের মিঠে জলের সমস্যা মেটানোর কথা মনে করেছিলেন। আর আপনি বিধবা হয়েও সে সময় ভাবছিলেন যে জমিদারটা বড় সুপুরুষ, আমার বর হলে বেশ হতো। তাই আমার এই বিধান।

সে সময় আশির দশকে বেশির ভাগ মানুষ সুন্দরবনে পুকুরের জলের তৃষ্ণা মেটাত। পাবলিক হেলথ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় পানীয় জলের সমস্যা অনেকাংশে নিবারিত হয়েছে।

সুন্দরবনে মিঠে ভৌমজলের প্রধানত দুটি স্তর রয়েছে। একটি ১০০ মিটার গভীরতায় যেটির জল অল্প বিস্তর নোনা আর একটি স্তর ৩০০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। অবশ্য ঝড়খালিতে ২৫০ মিটারেই খুব ভাল জল পাওয়া যায়। আবার সজনেখালি ট্যুরিষ্ট লজ তৈরি করার পর যখন জলের খোঁজে টিউওয়েল খোঁড়া শুরু হল দেখা গেল ২৭০০ ফুট গভীরতা পর্য্যন্ত মিঠে জলের স্তর নেই। ফলে এখনও পর্য্যন্ত সেখানকার পানীয় জল আসে ভটভটির ওপর বড় ট্যাঙ্ক বসিয়ে। ১০ কিলোমিটার দূরে বিদ্যা জল ভরার বন-স্টেশন থেকে ট্যাঙ্ক ভরে জল আনা হয়। এরপর দেখা গেল সারা সাতজেলিয়া দ্বীপেই ঐ অবস্থা। এই জন্যে টিপলিঘেরি দ্বীপে WWF থেকে পুকুরের জলকে বালির ফিলটারের সাহায্যে শুদ্ধ করে নিয়ে পেয় করে নেওয়া হয়।

কুমিরমারি গ্রামের উল্টো পাড়ে বন বিভাগের ঝিলা ব্লক। সেখানে মরিচঝাপি গড়ে ওঠার একটা প্রধান করণ হল সেখানকার টিউবওয়েলে ১০০ মিটারের কম গভীরতায় ভাল পেয় জল পাওয়া যায়। এখনো বনবিভাগের কিছু কিছু বোট ঐ ঝিলা টিউ ওয়েলের জল পান করে।

এরপর আর এক আজব জলস্তরের কথা বলি। সুন্দরবনের একেবারে পূর্ব প্রান্তে বাংলাদেশের সীমানার গ্রাম সমসেরনগরে প্রথম ১৯৮২ সালে কালিন্দি-বন চেকপোষ্ট পর্যবেক্ষন করতে যাই। গ্রামে বেশ কয়েকটা টিউব ওয়েলের জল আপনা থেকেই পড়ছিল। ঠিক যেমন আর্তেসিয়ান ওয়েল-এ হয়। আরো মজা লাগল যখন গ্রাম বাসীরা দেখাল যে টিউব ওয়েলের জলে দেশলাই জ্বালালেই জ্বলে উঠছে। অর্থাৎ ঐ জলে দ্রবীভূত রয়েছে মিথেন গ্যাস। আসলে ঐ জলস্তর বসিরহাট থেকে ঢাল ধরে সমসেরনগর বা সুন্দরবনে আসছে ঐ জলস্তরের ঢালে কোন কোন স্থানে খাঁজের সৃষ্টি হয়, তারই ফলশ্রুতি হল ঐ আর্তেসিয়ের মত অবস্থা। ঐ জলস্তরে কোন জীবাশ্ম বিল বা ফসিল জলা পড়েছে সমসেরনগরের কাছাকাছি, এবং সেখানে জলার জমা কাল কাদা জৈব সমৃদ্ধ হওয়ায় জলে আলেয়া গ্যাস দ্রবীভূত হয়ে রয়েছে তাই অনায়াসে আগুন ধরান যায়। এই মিথেন গাসকে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবা যেত। কিন্তু জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এখন মাত্র দু-একটা টিউব ওয়েলের জলেই কেবল দেশলাই জ্বালালে জ্বলে উঠছে।

সুন্দরবনে অধিকাংশ স্থানে ধান চাষ হয় বছরে একবার, কারণ শীতকালে সেচ করার জলের সীমিত সঞ্চয়, পুকুরের জল প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এদিকে ১০ফুটের বেশি গভীর করলেই জল নোনা হয়। তাই বহুকাল ধরে এখানে লম্বা লম্বা অগভীর খাল করে খানিকটা সেচের জলের অভাব মেটান হয়। এখন এই খালগুলোকে আবার সরকারী সহায়তায় পুনরায় পলি তুলে বেশি বৃষ্টির জল ধারণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। বর্ষাকালে এই জলপথগুলো গ্রাম থেকে গ্রামে যোগাযোগের জন্যে ব্যবহার করা হত। ইদানীং রাস্তা ঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে।

সুন্দরবনের আরো এক সমস্যা হল স্যালো টিউবওয়েল যা শীতের সেচে ব্যবহার করা যেত সেগুলোর জল সাড়ে সাত পিপিটির বেশি লবণাক্ততার জল বের করে। তখন তা আর ক্ষুদ্র চাষের উপযুক্ত থাকে না। এক্ষত্রে বৃষ্টির জলের সংরক্ষন করে এক অভাবনীয় প্রক্রিয়ায় তা ভৌম জলকে পুনর্ব্যবহার যোগ্য করে তোলে। ঝড়খালি এবং বেলিয়াচন্ডি গ্রামে এই মডেল স্থানীয় মানুষকে দেখানো শেখানো হয়েছে। রাঙাবেলিয়া গ্রামেও বাগানে জল দেওয়ার জন্যে এই মডেলে কিছু কাজ হয়েছে। নিচের তথ্য থেকে এই ভাবে লবানাক্ততা কমানোর হিসাবে খানিকটা বোঝা যাবে –

ঝড়খালি গ্রাম- মে মাসে ২৭ পিপিটি থেকে নভেম্বর মাসে ৩ পিপিটি।
বেলিয়াচন্ডীগ্রাম- মে মাসে ১৯ পিপিটি থেকে নভেম্বর মাসে ১ পিপিটি।

আবারো আমাদের মনে হবে সুন্দরবনে স্বাদু জলের ব্যবস্থাপনা করে স্বর্গবাসের পূণ্য লাভ করি।